প্রকৃতি সম্পর্কে শিশুর জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প পরিচালকের উদ্যোগ-

প্রকৃতি ও প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা

শান্তিপূর্ণভাবে বাঁচা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করতে শেখা শিশুর সম্পূর্ণরূপে বিকাশের একটি অধিকার।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯, আর্টিকেল-২৯(১)(ঙ)।

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে প্রকৃতির সাথে শিশুর নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছে প্রকৃতির প্রতি শিশুর অকৃত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ।

প্রিয় অভিভাবক,

কল্পনা করুন, ভাবুন.....

গাছ থেকে আপেল পড়া যেমন
নিউটনকে মহাকর্ষের প্রকৃতি অনুমান করতে বাধ্য করেছে
জলবায়ু পরিবর্তন যেমন
বিশ্ব অর্থনীতি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করেছে
তেমনি প্রকৃতির সংস্পর্শ শিশুকে
আকাশ ও পৃথিবীর নিয়ন্ত্রিত সম্পর্ক নিয়ে ভাবতে ও গল্প তৈরি করতে সাহায্য করবে।

শিশুদের জানাতে হবে আমাদের জীবন বাঁচানোর প্রয়োজনীয় উপাদান কোথা থেকে আসে। কারণ শিশুদেরকে নদী, জলপ্রপাত না দেখালে তারা হয়তো ভাবতে শুরু করবে পানীয় জল কেবল কলস, ট্যাপ অথবা বোতল থেকে আসে। তাই প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা যেসব উপাদান পাই সেগুলি নিয়ে প্রতিদিন শিশুর সাথে কথা বলুন। তাদেরকে বোঝাতে হবে প্রকৃতি মুখ ফিরিয়ে নিলে রাষ্ট্রের সংবিধান দ্বারাও মৌলিক উপাদান সরবরাহ নিশ্চিত সম্ভব নয়।

আরও কল্পনা করুন, ভাবুন.....

শিশুকে সবুজ ঘাসে খালি পায়ে হাঁটতে দিলে
মাটিতে গর্ত করে ছোট ছোট প্রাণীর সন্ধান করতে দিলে
প্রতিটি জীবের জীবনচক্র বুঝতে দিলে
পাখির কল-কাকলি শুনতে দিলে
রংধনু উঠতে দেখতে দিলে
শিশু হাজারও গল্প তৈরি করবে
বিজ্ঞানীদের মত কথা বলবে
এমনকি ডিজিটাল পরিবেশ থেকে বেরিয়ে
প্রতিদিন প্রকৃতির সাথে থাকার বিস্ময় বোধ করবে।

একমাত্র প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই প্রকৃতি সম্পর্কে শিশুর জ্ঞান বৃদ্ধি হবে। কারণ পরীক্ষামূলক শিক্ষার সকল উপাদান প্রকৃতিতে রয়েছে। যেমন ষড়ঋতুর সব রূপ, রংধনুর সব রং আর রং বেরঙের ফল ও ফুল দেখে শিশুরা বিভিন্ন রঙের তুলনা করবে এবং রঙতুলিতে ফুটিয়ে তুলবে। শিশুদেরকে পানি দিয়ে বিভিন্ন ধরণের খেলা খেলতে দিলে তারা ডুবে থাকা, ভেসে থাকা, শূন্য পাত্র, পানি ভর্তি পাত্র, পানির গভীরতা ইত্যাদি জ্ঞানীয় দক্ষতা লাভ করবে। বাগান পরিচর্যায় শিশুকে সম্পৃক্ত করলে দেশজ ফলমূল ও শাক-সবজি সেবনের প্রতি শিশুর আগ্রহ বাড়বে।

আবারও কল্পনা করুন, ভাবুন.....

যে বৃষ্টি ঘাস এবং পাতাকে সবুজে পরিণত করে
নদী, খাল, বিল, কূপ ও পুকুরকে পূরণ করে
সে বৃষ্টি আবার বন্যার কারণ হয়।
যে গাছ অনেক পাখি, প্রাণী এবং মৌমাছিদের বাড়ি
সে গাছ আবার শ্বাস নিতে আমাদের অক্সিজেন দেয়।
অসীম রৌদ্রে যে গাছ বিনা পারিশ্রমিকে হাজারো মানুষকে ছায়া দেয়
একজনের তুচ্ছ প্রয়োজনে আনন্দে সে গাছ কেটে ফেলা হয়।

এজন্য ছোটবেলা থেকেই শিশুকে প্রাকৃতিক উপাদানের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বুঝতে দিলে বড় হয়ে হয়তো চিরাচরিত পেশার পরিবর্তে সে পরিবেশ বাঁচানোর জন্য নিম্নলিখিত সবুজ পেশার ক্ষেত্রগুলি বেছে নেবে :

- পরিবেশ অর্থনীতিবিদ (Environmental Economist);
- বাস্তুতন্ত্র অর্থনীতিবিদ (Ecological Economist);
- জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণবাদী (Biodiversity Conservationist);
- নদী গবেষক (River Researcher);
- বন সংরক্ষক (Forest Conservator);
- পরিবেশ পরিকল্পনাবিদ (Environmental Planner);
- পরিবেশ প্রকৌশলী (Environmental Engineer);
- পরিবেশ বিজ্ঞানী (Environmental Scientist);
- ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাবিদ (Land Use Planner);
- পরিবেশগত স্থপতি (Environmental Architect);
- পুনঃব্যবহারযোগ্য পণ্য উৎপাদনকারক বা সরবরাহকারক (Recyclable Manufacturer or Supplier);
- জৈব সার উৎপাদনকারক বা সরবরাহকারক (Organic Fertilizer Manufacturer or Supplier);
- জৈব শাক-সবজি ও ফলমূল উৎপাদনকারক বা সরবরাহকারক (Organic Vegetable and Fruit Manufacturer or Supplier);
- ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইনার বা স্থপতি (Landscape Designer or Architect);
- নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনকারক বা সরবরাহকারক (Renewable Power Manufacturer or Supplier)।

প্রতিদিন প্রাকৃতিক পরিবেশে উত্তেজনাপূর্ণ পদচারণার মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে শিশুদের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া বড়দের উচিত। আমরা শিশুর প্রাকৃতিক বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে কৃত্রিম প্রাকৃতিক কর্নার স্থাপন করেছি। এখানে অল্প পরিসরে গাছপালা, বণ্য প্রাণী, পোকা-মাকড় ও ফল-ফুলের সাথে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ-২০২২ উপলক্ষ্যে সকল পিতামাতাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে বাড়িতে আপনারাও শিশুর প্রাকৃতিক বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

অক্টোবর ১০, ২০২২

(শবনম মোস্তারী)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।